Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ১৮ মাঘ, ১৪১৯

৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক : বর্ধমানে বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র ও মহম্মদ সেলিম

বর্ধমানে দিকে দিকে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবশকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজ বামফ্রন্টের ডাকে স্থানীয় পলাশডিহার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু অভিযোগ করেন যে বিগত ৩২ মাস ধরে রাজ্যের তৃণমূল সরকার সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানায় কালো দিন নেমে এসেছে। কৃষিতেও অভূতপূর্ব সংকট তৈরি করেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। বামপন্থী কর্মী ও নেতৃত্বের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালানোর সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উপরও আক্রমণ চালাচ্ছে তৃণমূলিরা। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যের জন্য শ্রী বসু মমতা ব্যানার্জীর সরকারের অপদার্থতাকে দায়ী করেন। একই সাথে বিমান বসু তৃণমূল সরকারের একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা উল্লেখ করে বলেন, সাম্প্রতিক টেট্ কেলেঙ্কারি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করবে। কেবলমাত্র তৃণমূলের নেতা-নেত্রী-এম এল এ-দের নিকট আত্মীয় হওয়ার সুবাদে, শিক্ষাগত যোগ্যতার গুণমানকে নস্যাৎ করে তাদেরকে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষাগত দিক থেকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে বলে বিমান বসু আশঙ্কা প্রকাশ করেন। একই সাথে শ্রী বসু বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে নেতা নয় নীতির জন্য লড়াই হবে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের জনবিরোধী নয়া উদার অর্থনীতি ও বিজেপি-র সাম্প্রদায়িকতা উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই চালাবে।

এর আগে জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার বলেন, তৃণমূল কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভুলে বামপন্থী হওয়ার অপরাধে কেবলমাত্র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ৩৫০০ সি আই টি ইউ সদস্যের কাজ কেড়ে নিয়েছে। নতুন কারখানা হচ্ছে না। চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জেলায় বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা এম এ এম সি সহ অন্যান্য কারখানাগুলি চালু করার জন্য বামপন্থী এম পি-রা আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও তৃণমূল সরকার নিষ্ক্রিয়।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দুর্গাপুরের সাংসদ সাইদুল হক, নরেন চ্যাটার্জী, জগৎ দত্ত, আর সি সিং। সভাপতিত্ব করেন রথীন রায়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, ৩১ জানুয়ারি : কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই পথিকৃৎ, প্রয়াত পাঁচু গোপাল গুহ ও শহিদ অনিল সাঁতরার স্মরণসভার জন্য সভা ডাকা হয়েছিল। পাশাপাশি আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই সভা ডাকা হয়েছিল রায়নাতে। কিন্তু 'মানব না এ বন্ধন' শ্লোগানে সমাবেশে মানুষ এলেন দলে দলে, মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শাসক তৃণমূল দলের হুমকির ফতোয়াতে কোনো বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর মেলেনি তাঁদের। গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ পুরুষ, মহিলা এসেছেন দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে। বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র মানুষের এই দৃপ্ত উদ্দীপনা দেখে অভিভূত হলেন। সংগ্রামী মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন, আপনাদের এই সংহতি অন্য এলাকার মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, তাঁর ৫ বছরের রাজত্বের মধ্যে ২ বছর ৮ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সামনে লোকসভা নির্বাচন; তাই ৯ ফেব্রুয়ারি মানুষের মিছিলে মিছিলে আমাদের ব্রিগেড ভরিয়ে দিতে হবে। তৃণমূলের রাজত্বে সব মানুষ আক্রান্ত। এই সরকার একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত। সারদা, ক্রিফলা, টেট, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কত কী!

আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম, তা হয়ে উঠেছিল সারা দেশের গর্ব। এই রায়নাতে শৌচাগার আন্দোলন, ভূমি সংস্কার আন্দোলন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, আজ সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৃণমূলের হাতে মধ্যযুগীয় খাপ পঞ্চায়েতে পরিণত হয়েছে। এখানে এখন শুধু বামপন্থীদেরই নয়, তৃণমূলের ঘরের মা-বোনেদের সম্মান, সুরক্ষা, নিরাপত্তা উধাও হয়েছে। আমাদের জেলায় ওদের কালনার এম এল এর বাড়িতে ওদের লোকেরাই বোমা মেরেছে টেট কেলেঙ্কারির জন্য। ওই এম এল এ-র বাড়ির নাকি ৮ জনের চাকরি হয়েছে টেটে। সাধারণ মেধাবী ছেলেমেয়েরা তাহলে এই পদের যোগ্য নয়। এই চাকরির জন্য কত টাকা দর

—এরপর চারের পাতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ জানুয়ারি : আগে কেলেঙ্কারী দুর্নীতির কথা শোনা যেত গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো ভিন রাজ্যের নামে। আর এখন এই দুর্নীতি হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে। সারদা কেলেঙ্কারী, গমবীজ কেলেঙ্কারি, টেট কেলেঙ্কারি, এস জে ডি এ কেলেঙ্কারি হয়েছে এই পরিবর্তিত সরকারের আড়াই বছরের আমলে। আর এখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন দুর্নীতি হঠাও, কেলেঙ্কারি হঠাও। কী বিচিত্র এই মা-মাটি-মানুষের সরকার।

৩১ জানুয়ারি মন্তেশ্বরে কুসুমগ্রামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এইভাবেই মহম্মদ সেলিম রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন সি পি আই(এম)-র মেমারি-২ নং জোনাল কমিটির আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংসদ সাইদুল হক, সুকান্ত কোঙার, তাপস চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সি পি আই(এম) নেতা তথা বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ।

মহম্মদ সেলিম বলেন, কলকাতার শ্যামবাজারে জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''আমি চোর? মুকুল চোর? কুনাল ঘোষ চোর,' এখন তো দেখছি 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি'র মতো ঘটনা। কুনাল ঘোষকে চোর প্রমাণিত হয়ে জেলে যেতে হয়েছে। একটা চোর গ্রেপ্তার হলেও অন্যান্য চোররা এখনও গ্রেপ্তার হলেন না কেন? বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে হামলা-মামলা-গামলার সরকার চলছে। সি পি আই(এম) পার্টির কর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে, আবার তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ভরা হচ্ছে। মুকুল রায় গামলা নিয়ে ঘুরে বেরিয়ে অর্থ আদায় করছেন। অত্যাচার, আক্রমণ, শোষণ, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, সংগঠিত হচ্ছেন। সন্ত্রাস-হুমকি-শাসানি উপেক্ষা করে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বামফ্রন্টের ডাকা সমাবেশে মানুষ যোগ দিচ্ছেন। কুসুমগ্রামের এই জনসভা তার উদাহারণ। ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি হবে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেড সমাবেশে।

এদিন সকাল থেকেই কুসুমগ্রামে তৃণমূলিরা সভাস্থলে দলীয়

—এরপর চারের পাতায়

রায়না

মেমারী

কুসুমগ্রাম

ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করার আহ্বানে জেলার সর্বত্র প্রচার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেবার আহ্বান নিয়ে জেলার সর্বত্র প্রচার মিছিল সংগঠিত হয়।

রানিগঞ্জের বাঁশড়া অঞ্চলে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। পুরোভাগে ছিলেন জননেতা রুণু দত্ত, কিশোর ঘটক, মধুসূদন চক্রবর্তী, মঙ্গল হেমব্রম প্রমুখ। কয়লা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য শ্রমজীবী মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন।

তৃণমূলের সমাবেশে গেলে ১০০ দিনের কাজ পাওয়া যাবে, বিরিয়ানির প্যাকেট এবং ফ্রি যাতায়াত। অন্যদিকে শাসানি, হুমকি ইত্যাদি উপেক্ষা করেই কালনার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে মিছিল করেছেন শত শত মানুষ।

পূর্বস্থলীতে নাদনঘাট, সমুদ্রগড়, পাটুলি, ভাণ্ডারডিহি প্রভৃতি অঞ্চলগুলি পুরুষ-মহিলা মিছিলকারীদের উচ্চকিত উচ্চারণে মুখরিত হয়ে ওঠে। অঞ্জু কর, মনোরঞ্জন নাথ, তাপস চ্যাটার্জী, সাকাউৎ হোসেন, আলেয়া বেগম, প্রবীর মজুমদার, মলয় চক্রবর্তী, সুব্রত ভাওয়াল, দয়াল ঘোষ, রণজিৎ মাহাতো প্রমুখ বক্তব্য রাখেন জমায়েতগুলিতে।

১ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরে ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করার জন্য এক মহিলা মিছিল সংগঠিত হয়।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বর্ধমানে মহিলাদের পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, মিথ্যা মামলা, টেট দুর্নীতি, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে বর্ধমান শহরের কার্জন গেটের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। মহিলারা রাস্তা অবরোধ করেন। প্রায় ৩০ মিনিট অবরোধের পর মহিলারা অবরোধ তুলে নেন। অবরোধের পর বক্তব্য রাখেন জেলার মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী, শান্তি পাল প্রমুখ।

বর্ধমান

রানিগঞ্জ

নতুন চিঠি

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ব্রিগেডের ডাক

আড়াই বছরের পরিবর্তনের জামানায় মানুষের কী হয়েছে তা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলেই হতবাক হয়ে পড়ছেন মানুষ। নারী নির্যাতনের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবাংলা শীর্ষে। আতঙ্ক জাগানো কিছু নাম মধ্যমগ্রাম, লাভপুর, কামদুনি, কাটোয়া, খরজুনা এবং আরো আরো ...। পরিবর্তনের এই সময়কালে ১৪৩ জন বামপন্থী মানুষ খুন হয়েছেন। কেলেঙ্কারি তো অভ্রংলিহ— সারদা কেলেঙ্কারি, ভারতের অন্যতম বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভরে এ্যাম্বুলেন্সে করে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা আনা নেওয়া হতো। অভিযুক্তদের পুলিশের নিরাপদ হেফাজতে গচ্ছিত রাখা আছে। ব্যক্তি মালিকানার বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমগুলিকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে বে-আইনিভাবে সরকারি ভর্তুকি দিয়ে—এরা অনুখন গুণগান গাইছে শ্রীমতী ভয়ঙ্করীর। মানুষ কিছু জানতে চাইলেই তাকে মাওবাদী অথবা সি পি আই(এম) আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে সমস্ত কলেজগুলির নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। ভোট জিতলেও রানিগঞ্জ গার্লস কলেজে এস এফ আই-এর জয়ী প্রার্থীদের ঢুকতে না দিয়ে গায়ের জোরে তৃণমূল ছাত্র সংসদ গড়েছে। বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এফ আইকে মনোনয়নপত্র তুলতেই দেওয়া হয়নি।

শুধু একটা ভাঙা রেকর্ড চালানো হচ্ছে বিগত ৩৪ বছরে ...। মেলা আর মেলা, অজস্র সরকারি অর্থের অপব্যয়। অজস্র বিভূষণ পুরস্কার— অর্থের অপচয়। বাজার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কোনো হেলদোল নেই। বললেই ওই ফাটা রেকর্ড। এর সঙ্গে ইদানীং যুক্ত হয়েছে দিল্লি যাবার খোয়াব। বাবুর চেয়ে পারিষদগণ এন্তার গেয়ে যাচ্ছেন দিল্লির গান। উপেক্ষা করা হচ্ছে মানুষের দাবি-দাওয়াসমূহ। প্রতিদিন বেকার বাড়ছে, কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থাই নেই। মন্ত্রীরা, নেতারা এখন বক্তৃতায় বলছেন যুবদের ব্যবসা অভিমুখী হতে। সি বি আই রিপোর্টে নন্দীগ্রামে তৃণমূল-মাওবাদী ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার পর সরকার নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে তৃণমূলি তাণ্ডবের ৪২৫ টি মামলা তুলে নিয়ে দলীয় কৃতিত্ব দেখাতে চাইছে।

এইসব অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষকে জমায়েত হয়ে গর্জে উঠতে বামফ্রন্ট আহ্বান জানিয়েছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড ময়দানে এক জনসমুদ্রে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। এই সমাবেশকে বৃহত্তম জনসমাবেশে পরিণত করার জন্য সারা রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমান জেলাজুড়েই চলছে প্রচার কাজ— মিটিং-মিছিল-পথসভা-ঘরোয়া বৈঠক-পোস্টার-ফেস্টুনে এই আহ্বানই ধ্বনিত হচ্ছে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ জানুয়ারি : মেমারি ৮ মোহনপুর গ্রামের মহম্মদ মহসীন লায়েক-এর জীবনাবসান হয়েছে আজ নিজ বাসভবনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি সাতের দশকে সি পি আই(এম) লোকাল কমিটির সদস্য হন এবং সন্ত্রাসের শিকার হন। ২০১১-র পর হতে আবার পার্টিকে আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এলাকায় যখন সন্ত্রাস, আক্রমণ, হামলা, হুমকি চলছে, মিটিং পথসভার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আমার বাড়িতে মিটিং করুন। সাতের দশকে খেতমজুর গরিবদের সংগঠন বিস্তারে তাঁর যোগদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি নেতা স্বপন সেনগুপ্ত ও অসংখ্য মানুষ ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে, দুই কন্যা বর্তমান। মেমারি-১ পশ্চিম লোকাল কমিটির পক্ষ হতে তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় একটি শোক মিছিল হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কমিউনিস্ট নেতা বিজয় পাল কবে কোথায় প্রয়াত হন?
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কবে কেন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ঢুকতে দেওয়া হয়নি?
৩. ভগ্নী নিবেদিতার আসল নাম কী? তিনি প্রথম কবে ভারতে আসেন?
৪. স্বাধীন ভারতে প্রথম সেনাপ্রধান কে হন? তার কবে জন্ম?
৫. স্বাধীন ভারতে প্রথম সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন? কবে হন?
৬. সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কবে নির্বাচিত হন? কাকে নির্বাচনে পরাজিত করেন তিনি?
৭. এল সালভাডোর দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৮. জাতির জনক মহাত্মাগান্ধিকে কে কবে কীভাবে হত্যা করে? এই দিনটিকে কোন জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
৯. কয়লা শিল্পকে কবে ভারত সরকার জাতীয়করণ করে?
১০. নাইরু দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১১. হাওড়া রেল স্টেশনের 'সাবওয়ের' কবে উদ্বোধন হয়েছিল?
১২. জাতীয় ডাক বিমা দিবস কবে? কবে ভারতে প্রথম ডাক বিমা চালু হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মর্কটেরা পরে আছে নীলমণি হার

বৈশম্পায়ন উবাচ

চিরন্তন বাচস্পতি

এই ভূমণ্ডলে অধুনা দশচক্রে ভূতদশা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গপ্রদেশ অতীতের সকল ঐতিহ্যকে ম্লান করিয়া যশোমুকুট পরিধান করিয়াছে! যাঁহারা তিল তিল করিয়া অনেক মানবিক ইতিবাচক দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ত্যাগ মনীষার দীপ্তিকে ম্রিয়মান করিয়া এক প্রগাঢ় অন্ধকারের রাজত্ব বিরাজ করিতেছে। এই দুঃসময় (অথবা প্রসাদপুষ্ট বিশিষ্টজনদিগের কথায় 'সুসময়'!) অতিক্রম করিয়া পুনরায় বঙ্গভূমি সকল মনুষ্যের বাসযোগ্য হইয়া উঠিবে, সেই বিষয়ে কেহ ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় মহর্ষি বৈশম্পায়নের আশ্রমে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা মহাভারতরে প্রাসঙ্গিক কাহিনি শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মহর্ষি কহিলেন—আপনারা পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বর্ষের বনবাস এবং এক বৎসরের অজ্ঞাতবাসের কথা অবগত আছেন। অবর্ণনীয় দুঃখ, দুরবস্থায় তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর কঠিন অস্তিত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ, আপনার স্মরণপথে অবশ্যই দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎকারের বিষয়টি অদ্যাপি অক্ষয় রহিয়াছে?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— অবশ্যই। দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সখা, আর কতদিন এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিয়াছিলাম—ধৈর্য এবং বিশ্বাস রাখিও, এই অন্ধকার সময় অবশ্যই অপসৃত হইবেক। দুশ্চিন্তা করিয়া লাভ নাই। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।' যাহা হউক বর্তমান কালের কথায় আসা যাউক। আমরা জানি বঙ্গপ্রদেশে দুরাচার, অধর্মের রাজত্ব চলিতেছে। হে দূরদর্শী সঞ্জয়, আপনার বার্তাবাহক এবং দূরদর্শনের বর্ণনায় আমরা বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করিতে উৎসুক হইয়া আছি।

সঞ্জয় কহিলেন—সর্বভারতীয় পরিস্থিতিতেও এক গভীর অনিশ্চয়তা পরিদৃষ্ট হইতেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাক্‌সংযম নাই। যত্রতত্র তাঁহাদিগের ভাষণে অনেক কদর্য বাক্য ব্যবহৃত হইতেছে। দিল্লির ক্ষমতা দখল করিবার নিমিত্ত এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ মুদ্রণ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বার্তাজীবী তথা কুশীলবগণ মিথ্যাচারের প্রতিযোগিতায় দানবীয় স্বৈরাচারী হিটলারের প্রচারসচিব গোয়েবলস্‌কেও যেন পরাভূত করিয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গীয় পরিস্থিতির বিশেষ কয়েকটি দিক আপনাদিগকে পরিবেশন করিতেছি।

প্রথম—প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচার, তাহা পৃথিবীর কোনও দেশে কিংবা ভারতের কোনও রাজ্যে এরূপ কুৎসিত আকারে দেখা যায় নাই। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীরা কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় দলতান্ত্রিক প্রশাসনের মহিমায় তাঁহাদিগের আপনজনেরা নিয়োগপত্র পাইয়াছে। মন্ত্রী, বিধায়ক, আমলাদিগের আত্মীয়-পরিজনেরা তো বটেই, এমনকি নেতা এবং আধিকারিকদিগের নিকট এবং দূরবর্তী অনেক নিম্নস্তরের মেধাসম্পন্ন আপনজনেরা দলীয় নেতৃবৃন্দের অমোঘ নির্দেশে নিয়োগপত্র লাভ করিয়াছে। পরীক্ষায় না অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উপঢৌকন এবং অর্থকরী উৎকোচের সাহায্যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রহস্যময় অভিজ্ঞান পেশ করিয়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সুযোগ পাইয়াছে। শাসকদলের জনৈক বিশিষ্ট নেতা এই কৃতকর্মকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—'যাহারা চাকরি পাইয়াছে, তাহাদিগের একমাত্র 'কোয়ালিফিকেশন' হইল যে তাহারা বেকার। কিন্তু তিনি নিজ দলের বাহিরে কোনও বেকার দেখেন নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া জনৈক রসিক ব্যক্তি কহিলেন— কথায় আছে—'সইয়ের বৌয়ের গোকুলপুরের বকুলফুলের নাতজামাই।' অর্থাৎ এই রাজত্বে 'এরণ্ড'-কেও যে বৃক্ষ বলা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের কী? বীরভূমের মহাপরাক্রান্ত দলীয় নেতা তো বলিয়াছেন— সংবাদমাধ্যম কিংবা দূরদর্শনের যে সকল ব্যক্তি তাঁহার কন্যাসহ নিজস্ব আত্মীয়-পরিজনের নিয়োগপত্র প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 'পিটাইয়া কিংবা এ্যাকসিডেন্ট' ঘটাইয়া খতম করা হইবেক।

জেলাস্তরের একজন আধিকারিক বলিয়াছেন যে দলীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে এই তালিকা এবং নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া চালিয়াছে। যাহাতে 'কোনও সি পি এম' সমর্থকের কর্মসংস্থান না হয়, সেই নির্দেশও তিনি পাইয়াছেন। তিনি দলের প্রতি দায়বদ্ধ, সত্যের কাছে নন। 'মহিমা তব উদভাসিত'— প্রত্যক্ষীভূত! সঞ্জয় কহিলেন—এইরূপ অসংখ্য দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের বিষয় আধুনিক প্রযুক্তির 'স্টিং অপারেশন' এর সাহায্যে উদঘাটিত হইতেছে। কিন্তু ক্রীতদাসত্ব বরণ করিয়া যাঁহারা স্বৈরাচারী শক্তির নিকট আত্মবলিদান দিয়াছেন, তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহাদিগের লেখনী এবং প্রযুক্তিগত বিদ্যারও জগদ্দলদশা ঘটিয়াছে। মনে রাখা বিধেয় যে, স্বৈরাচারী শোষক গোষ্ঠীর প্রচারকেরাই একদিন জার্মানিতে, ইতালিতে নাৎসি এবং ফ্যাসিস্ট নায়কদিগের অপকীর্তিকে প্রসাধিত করিয়া ক্ষমতারূঢ় করিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম। ইহাদিগের কী পরিণতি হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানে।

দ্বিতীয়—নন্দীগ্রাম কাণ্ডের সি বি আই রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনার সহিত যে তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে গভীর সংগঠিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিভিন্ন অপশক্তি বঙ্গপ্রদেশে তথাকথিত পরিবর্তনের পথ সুগম করিয়াছিল, তাহার অনুপুঙ্খ বিবরণ এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত। কিন্তু মহাশক্তির বর্তমান ধারক-বাহকেরা ঘোষণা করিয়াছেন— সি বি আই তদন্তের প্রতিবেদন তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। কারণ, বর্তমান প্রশাসনের যাঁহারা নন্দীভৃঙ্গী, তাঁহারাই শেষ কথা বলিবেন। কার্যত, সম্প্রতি রাজ্যের রাজধানীতে মহাসমাবেশ করিয়া দম্ভের সহিত উচ্চকিত ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার বার্তা দিক-দিগন্তে প্রকম্পিত করা হইয়াছে। এই রাজ্য হইতে যাহাতে একজনও বিরোধী সদস্য আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে জয়ী হইতে না পারেন, তাহার প্রকাশ্য নিনাদ ধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং, এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। 'বঙ্গেশ্বরী', 'দিল্লিশ্বরী' হইতে নিদারুণ আগ্রহী। প্রথিতযশা এক বর্ষীয়সী মহাসাহিত্যিক আশীর্বাদ করিয়াছেন।

তদনন্তর, একজন কবি কহিলেন— অনুমতি পাইলে আমি এই প্রসঙ্গে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতে পারি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন— অবশ্যই আপনার কবিতা আমরা শুনিতে উৎসুক। কবিতাটি পঠিত হইল—

মর্কটেরা পরে আছে নীলমণি হার,
সিঁধেল চোরেরা তাই মহানন্দে নাচে।
মাতৃগর্ভের লজ্জা মেখে যত দুরাচার
বলে ওঠে—রক্ত চাই আনাচে কানাচে।
কে তুমি সত্যসেবী, এতো দুঃসাহস
আরাধ্য দেবীকে করো তীব্র অস্বীকার?
মর্কটেরা এনে দেবে মিথ্যার বাতাস।
দেবীর শ্রীপাদপদ্মে ষোড়শোপচার।
অবশ্য বন্দনাগীতি মহিমা অপার।
মিথ্যাচারে ঢেকে দেবে সত্যের প্রচার।
তথাপি নিশ্চিত জানি এই বাসভূমি
আবার জাগিবে ফের নহে দূরগামী
সেই সত্য মানবিক চৈতন্যের ধারায়
অনাচার ধ্বংস করে সূর্যালোক চায়।

সকলেই 'সাধু', 'সাধু' বলিয়া এই কবিকে অভিনন্দন জানাইলেন।

রানিগঞ্জে মহিলা কলেজের ছাত্রী-সংসদ জবরদখল করলো টি এম সি: প্রতিবাদে মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩১ জানুয়ারি : সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল-কংগ্রেসের ভয়ঙ্কর সশস্ত্র সন্ত্রাসের ফলে আজ রানিগঞ্জ গার্লস কলেজে ছাত্রী সংসদ-এর বোর্ড গঠন করতে পারলো না এস. এফ. আই। রানিগঞ্জ গার্লস কলেজের ছাত্রী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলেজচত্বরে থাকা ১৪৪ ধারাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নমিনেশনের দিন থেকে তৃণমূল-কংগ্রেস বাইরে থেকে দুষ্কৃতীদের জড়ো করে কার্যত অবরুদ্ধ করে দেয় কলেজ গেট ও কলেজের চত্বর। গার্লস কলেজের মোট ২৯টি সিটের মধ্যে ৬টি আসনে কেউ প্রার্থী দেয়নি। বাকি ২৩টি আসনের মধ্যে এস. এফ. আই ৫টি ও টি এম সি পি ৬টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায়। বাকি ১২টি আসনে ভোট হয়। ১২ টি আসনের মধ্যে এস এফ আই ৮টি আসনে জয়ী হয়, টি এম সি পি ৩টি আসন পায় ও ১ টি আসন অমীমাংসিত থাকে। ৩০ জানুয়ারি অমীমাংসিত আসনের ভোটকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস নামিয়ে আনে তৃণমূলের মস্তান - বাহিনী। ছাত্রীদের মারধোর ও এক ছাত্রীর মোবাইল ও ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয়। এস এফ আই-এর সমর্থক ও সাধারণ ছাত্রীদের কলেজে ঢুকতে দেওয়া হয় না। একপ্রকার রিগিং করে অমীমাংসিত আসনটি জেতে টি এম সি পি। এই আসন জিতে তাদের মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ ও এস এফ আই-এর ১৩। সংখ্যার বিচারে এস এফ আই বিজয়ী হয়। সংসদ গঠনের দিন বিজয়ী প্রার্থীদের ঢুকতে না দিয়ে জোর করে ছাত্রী-সংসদ দখল করে তৃণমূল। এর প্রতিবাদে এস এফ আই বিক্ষোভ মিছিল করে ও থানায় ডেপুটেশন দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে সাড়া দিয়ে অসংখ্য মহিলা এক মিছিলে শামিল হন। পোস্ট অফিস ময়দান থেকে মিছিলের সূচনা হয়। নেতাজি মূর্তির সংযোগস্থলে মিছিল সভায় পরিণত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী গীতা মুখার্জী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত প্রমুখ। রানিগঞ্জ গার্লস কলেজে তৃণমূলের পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে, টেট কেলেঙ্কারির সি বি আই তদন্তের দাবিতে ও বীরভূমের লাভপুরে আদিবাসী যুবতী ধর্ষণের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন মহিলারা।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

যক্ষ্মায় আক্রান্ত শৈশব

অশ্বিনীকুমার

বিগত কয়েক বছরে ভারতে প্রতিবছর প্রায় বাইশ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে। এইসব মানুষেরা বাড়িতে শিশুদের সংস্পর্শে আসছেন। ফলে অনেকেই শিশুদের মধ্যে এই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে যাচ্ছেন নিজের অজান্তে। তার ঘরের আদরের শিশুটি যে তার দ্বারা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে এ বোধ আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠেনি, এ কথা বলাই বাহুল্য। যাঁরা যক্ষ্মায় ভুগছেন, তাঁদের অনেকেই কথার সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছেন বাতাসে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এ কারণে, যেসব শিশুরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত বড়দের সংস্পর্শে আসছে, তাদের মধ্যে রোগের চিহ্ন খুঁজে বার করার নির্দেশ দিচ্ছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার হাতে শিশুদের যক্ষ্মা-সংক্রান্ত তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তবে ধরে নেওয়া হয় আমাদের দেশে মোট যক্ষ্মা রুগীর শতকরা দশজনই শিশু হতে পারে। ২০০৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ মানবার প্রতিশ্রুতি দিলেও আমাদের দেশের সরকার দেশের শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মার সংক্রমণ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্ভার তৈরি করতে পারেনি। ফলে যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা সরকারি স্তরে অবহেলিত হয়ে আসছে। প্রাইভেট চিকিৎসা করাতে যাঁরা সক্ষম একমাত্র তাঁরাই এক্ষেত্রে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে সেই চিকিৎসার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের নেই।

একজন মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে সরকারি পরিষেবা নিতে যাওয়ার আগের যে সময়ে সে চিকিৎসাধীন নয়, তখন জীবাণু ছড়িয়ে চলেছে তার আশেপাশের মানুষের মধ্যে। এভাবে একজন মানুষ চিকিৎসা শুরুর আগে প্রায় দশ থেকে পনের জনকে সংক্রামিত করে চলেছে। ফলে রোগ থেকে যাচ্ছে সমাজে।

রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৬ সালে কিছু নির্দেশিকা দিয়েছে। যাদের শরীরে রোগ জীবাণু ঢোকার প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি তাদের জন্য একটিমাত্র যক্ষ্মা-বিরোধী ওষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা। ওষুধটি ব্যয়বহুল নয়। ফলে সরকারের পক্ষে এই প্রকল্প চালানো কঠিন নয়। তবুও ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর রিসার্চ ইন টিউবারক্যুলোসিস-এর তত্ত্বধানে ভেলোর ও চেন্নাই শহরে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে মাত্র শতকরা

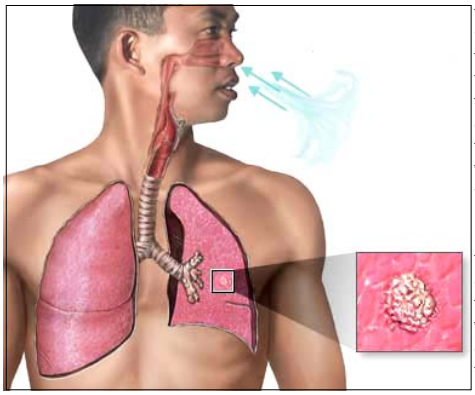

উনিশ জন শিশু, যাদের বয়স ছয় বছরের নিচে, এই চিকিৎসার আওতায় এসেছে। এই কেন্দ্রটির কার্যালয় চেন্নাইয়ে। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর এই চিকিৎসাপদ্ধতি বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এই সংস্থা। শতকরা একষট্টিজন শিশুকে এই চিকিৎসার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ছয়মাসের জন্য এই চিকিৎসা চলে। যারা চিকিৎসা শুরু করেছিল, তাদের মধ্যে শতকরা চুয়াত্তরজন চিকিৎসা চালিয়েছে ছয়মাস ধরে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে যারা যক্ষ্মা রুগির সংস্পর্শে আসে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছে। রোগজীবাণু শরীরে ঢোকার প্রায় দুই বছরের মধ্যে এদের মধ্যে রোগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এক বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মায় মৃত্যুহার যথেষ্ট বেশি। যেসব বাবা-মায়েদের মধ্যে একজন আক্রান্ত তাদের শিশুদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। ফলে এদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। একজন শিশু একজন রুগির সঙ্গে কতদিন বাস করছে, কত ঘনিষ্ঠভাবে থাকছে, তার ওপর সংক্রমণ নির্ভর করে।

যে দেশে দারিদ্র মানুষ জনসংখ্যার সিংহভাগ, যে দেশে এক জায়গায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অল্প জায়গায় বাস করতে বাধ্য হয় একটি পরিবার। আলাদা আলাদা ঘরের বিলাসিতা করবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না বেশিরভাগ মানুষের। নগর-শহরের বস্তি দেখলেই বোঝা যায়, কীভাবে বেঁচে আছে এইসব মানুষেরা। গায়ে গায়ে লেগে থাকা স্যাঁত-স্যাঁতে ঘরে, আলো-বাতাসের চলাচল যেখানে প্রায় অসম্ভব, সেখানেই বাঁসা বাধে এই রোগ। এরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। গ্রামের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। দারিদ্র, অশিক্ষা, নানা কুসংস্কার, এই রোগকে সমাজে থেকে যেতে সাহায্য করে চলেছে। সমাজের তথাকথিত কর্তারা নিচের তলার মানুষের প্রতি সদয় নন। কর্পোরেট দুনিয়ার নৈকট্য এদের ভুলিয়ে দেয় এরা সবাই লালিত দরিদ্র মানুষদের কষ্টার্জিত অর্থে। ওষুধের দাম উর্দ্ধমুখী। যক্ষ্মার সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে হলে তা দরিদ্র মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যায়। চিকিৎসা শুধু ওষুধ নয়। এর সঙ্গে আছে উপযুক্ত খাবার, উপযুক্ত আলো-বাতাস, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সরকার ওষুধ দিলেও বাকিগুলি দিতে পারবে না, এটা সবাই বোঝে। ২০১৩ সালের সারা বিশ্বের হিসাবে, যত মানুষ এই বিশ্বে যক্ষ্মায় ভোগে তাদের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু, যাদের বয়স প্রায় পাঁচ বছরের কম তাদের বেশিরভাগ বাস করে পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিতে। দরিদ্র দেশেও যারা বাস করে, তারা সবাই দরিদ্র নয়। অল্প মানুষ প্রচুর সম্পদের মালিক। তাদের আওতায় সমাজের সবধরনের সুযোগ-সুবিধা। একটি দেশের বেশিরভাগ মানুষ, যারা সব ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারাই ভোগে এই রোগে।

একটি রোগের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার না করলে রোগটিকে ভালভাবে চেনা যায় না। যক্ষ্মার মতো রোগের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগটি ছড়িয়ে পড়ার জন্য যে বিষয়গুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, অপুষ্টি, এইচ আই ভি সংক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বস্তিতে বেড়ে ওঠা শিশুরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠে। অপুষ্টি বস্তিবাসীদের নিত্যসঙ্গী। আর এদের মধ্যে যারা এইচ. আই. ভি সংক্রমণে আক্রান্ত, তাদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ খুবই বেশি। এছাড়া আছে মাল্টি ড্রাগ রোসিস্ট্যান্ট টিউবারক্যুলোসিসের মতো সমস্যা। সেখানে এক বা একাধিক ওষুধ যক্ষ্মার জীবাণুকে ধ্বংস করতে অক্ষম। এইসব জীবাণু ওষুধকে প্রতিরোধ করে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া গড়ে তোলে নিজেদের শরীরে। ফলে ওষুধ কাজ করে না। এই জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ হলে চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। এই জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করার জন্য যে সমস্ত ওষুধ পাওয়া যায় তা ব্যয়-সাপেক্ষ। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারি সাহায্য ছাড়া এই চিকিৎসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের মতো দেশের বেশিরভাগ মানুষের নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতো সংগঠন এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। তাদের রিপোর্টে তারা বলছে, শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মার সংক্রমণের বিষয়টি পৃথিবীর বহু দেশে অত্যন্ত অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও বিষয়টি অবহেলার শিকার। পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশে যক্ষ্মা রুগিদের প্রায় শতকরা কুড়িজন শিশু। তাই এদের জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু না থাকলে রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে বিশ্বায়নের ধাক্কায় আজ সব ধরনের সরকারি প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ছে। সরকারি সহযোগিতা ছাড়া যক্ষ্মার মতো রোগ, যা দীর্ঘদিন চিকিৎসা ছাড়া নিরাময় সম্ভব নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তাড়াতাড়ি রোগ নির্নয় করে চিকিৎসা শুরু করতে পারলে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই রোগের চিকিৎসায় ওষুধ নিয়মিত খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই বিষয়টিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ হলে ভবিষ্যতে ওই রুগি নানা জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রুগির কাছে পৌঁছানো জরুরি। আর্থ-সামাজিক কারণেই বহু মানুষ এই রোগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে অক্ষম। ফলে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে চালু করা প্রয়োজন। সব স্তরের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়টি এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। চিকিৎসক থেকে শুরু করে রুগি অবধি সকলেই শুধুমাত্র ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সক্ষম। অথচ, জীবনযাপন প্রণালী, পরিবেশ, শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়গুলি যে রোগের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে তা অনেকেই বুঝতে চান না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশমুক্ত সমাজ তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ। এই কাজে সরকার নজর না দিলে কাজটি সম্পন্ন করা অসম্ভব। অস্বাস্থ্যকর বস্তিগুলি যক্ষ্মাকে টিকিয়ে রেখেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ন্যূনতম স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। শহর-নগরের যে-কোনো প্রান্তে বস্তি তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ বস্তিবাসীদের বহু রোগের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম। এর পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। শিক্ষার আলো যেখানে পৌঁছায়নি, সেখানে রোগের প্রকোপ বেশি। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মায়েদের শিশুরা সবধরনের রোগ সংক্রমণে ভোগে বেশি। এ কাজে ব্রতী হতে হলে সরকারকে শক্ত হাতে এই বিরাট কাজের হাল ধরতে হবে। এই বিষয়ে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা এসে পড়ে। সরকারি কাজের ঢালাও প্রাইভেটাইজেশন, সরকারি প্রকল্প ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিয়ে লাভ-লোকসানের দাঁড়িপাল্লায় কাজ বিচার করলে যক্ষ্মা প্রতিরোধের মতো কাজ মার খাবে। লাভ-লোকসান শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে দেখলে হবে না। বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে যা মঙ্গল, তাই -ই লাভ। এই ধারণার প্রসার ছাড়া সরকারি প্রকল্প সফল হওয়া সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানে সরকার চলছে এর বিপরীত রাস্তায়। টাকার অঙ্কে লাভ-লোকসান বিচার করতে গিয়ে সরকার বিপন্ন করে তুলছে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে। যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ার পরিবেশ সঙ্কুচিত হওয়ার বদলে প্রসারিত হচ্ছে। অসচেতনতার কবলমুক্ত না হলে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়ে চলবে যক্ষ্মা থেকে শুরু করে হাজার রোগের অন্তহীন সংক্রমণে। নিচের তলার মানুষের সচেতনতা বাঁচাতে পারে সমাজকে এই রোগের প্রকোপ থেকে। নিচের তলার মানুষই অংশগ্রহণ করে ব্যাপকভাবে যে-কোনো গণ-আন্দোলনে। এই রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অংশের মানুষের সচেতন অংশগ্রহণই সরকারকে বাধ্য করতে পারে— করণীয় কাজটি গুরুত্ব সহকারে করার জন্য।

রাতের আকাশে আইসন ধূমকেতু

তাপস সামন্ত

গত ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০১৪ আইসন ধূমকেতু পৃথিবীর সব থেকে কাছে আসে বা প্রকৃত অর্থে পৃথিবী ঐদিন ধূমকেতুটির সর্বনিকটতম দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করে যায়। যদিও পৃথিবী কিন্তু ধূমকেতুটির পুচ্ছ থেকে অনেক দূরেই ছিল। তথাপি বিজ্ঞানীদের অনুমান ছিল সূর্যরশ্মির প্রভাবে হয়তো ধূমকেতু থেকে উল্কাবৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। সুতরাং সেগুলি অনুধাবন করা এবং তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সারা পৃথিবীতেই ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকেও এই অপার মহাজাগতিক ঘটনাকে অবলোকন করার জন্য সচেতনভাবে প্রয়াস বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হতে পারে মহাজাগতিক এই ঘটনা অবলোকনের প্রকৃত তাৎপর্য কোথায়?

আসলে, ধূমকেতু নিয়ে অসংখ্য কুসংস্কার রয়েছে আমাদের সমাজে। স্থানভেদে তারা বদলে যায়। তাদের দেখা গেলে রাজার মৃত্যু, শাসক বদল, মহামারী, ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্মলপক্স, অস্থিরতা সৃষ্টি প্রভৃতি তৈরি হওয়ার প্রচার রয়েছে। যদিও এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে এইসব সংস্কারের বিরুদ্ধে তুলি ধরেছিলেন জিওত্তো ডি বনভোল। পাদুয়া গির্জায় 'অ্যাডোরেশান অব দ্য ম্যাগি' নামে একটি ছবিতে যিশুর আগমনের সময়কে বোঝাতে আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে ধূমকেতুর ছবি এঁকেছিলেন। সমস্ত সংস্কার ভেঙে তাঁকে দেখিয়েছিলেন এক শুভক্ষণের সাথী হিসাবে। এ ছাড়াও ইয়েন সু নামে চি রাজবংশের এক মন্ত্রী ৫১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বলেছিলেন, ঝাঁটার মতো দেখতে ধূমকেতু যে সমস্ত অমঙ্গল ঝেঁটিয়ে দূর করবে না, তাই বা কে বলতে পারে। এ সমস্ত ঘটনাই ধূমকেতুকে ঘিরে রাশিকৃত কুসংস্কার ভাঙতে আমাদের প্রেরণা যোগায়। আর এই প্রেরণাকে পাথেয় করেই আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে কুসংস্কারের বেরা ভেঙে আইসন ধূমকেতু দেখার জন্য গণউদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে সৌরমণ্ডল তৈরির সময় সৃষ্টি হয়েছিল ধূমকেতুদের। তখন থেকে উর্টের মেঘমণ্ডল আর ক্যুইপার বেল্টে—২৪০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রায় ময়লা বরফের গোল্লা হয়ে রয়েছে তারা। আর তাদের ভেতরে জমে আছে সৌরমণ্ডল তৈরির সময়কার না-জানা সব গোপন কথা। যেসব ধূমকেতু বারবার আসে তারা এই গ্রহ পরিবারের সঙ্গে বস্তুর বিনিময় করে ফেলেছে। এই সৌরমণ্ডলের এখনকার আবহমণ্ডলের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ ঘটে গেছে। কিন্তু আইসন ধূমকেতু আসছে এই প্রথম। আগে কখনও আসেনি। গত ২০১২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাশিয়া ও বেলেরুশের দুই বিজ্ঞানী ভিতালি-নেভস্কি এবং অর্তিয়ম লেভিনক এই ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেছিলেন। এর নামকরণের ক্ষেত্রেও রয়েছে নতুনত্ব। বিজ্ঞানীদের নামের পরিবর্তে বীক্ষণাগার, 'ইন্টারন্যাশানাল সায়েন্টিফিক অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক'-এর নাম ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো নাম C/2012 S1 (ISON)। সূর্য থেকে প্রায় ৫০ সূর্য-পৃথিবী দূরত্ব পেরিয়ে এক লক্ষ সূর্য-পৃথিবী দূরত্ব পর্যন্ত এলাকায় ধূমকেতুদের বাসা। তিনদিকে প্রসারিত এই ক্ষেত্রকে বলে উর্টের— মেঘমণ্ডল। লক্ষকোটি ধূমকেতু রয়েছে এই জায়গায়। ধুলো, নুড়ি, আর জমাট গ্যাসের এই সব ময়লাগুলোর কেউ কেউ চলতে শুরু করে সূর্যের দিকে, সূর্যের কাছাকাছি এলে সৌরঝঞ্ঝার চাপ এবং সূর্যরশ্মি বিকিরণের চাপে এই গ্যাস ও ধুলিকণাগুলি সূর্যের উল্টো দিকে প্রসারিত হয়ে গ্যাস এবং ধুলোর দুটো লেজ তৈরি করে। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় ধূমকেতু। শক্ত নুড়িপাথরের নিউক্লিয়াস, গ্যাসীয় আবরণের কোমা আর লেজগুলো নিয়ে দেখা যায় গোটা ধূমকেতুটাকে।

সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার তীব্র টানে যদি তা ভেঙে টুকরো না হয়ে যায়, তাহলে খালি চোখে দেখার কথা ছিল আইসনের। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিতে ধূমকেতুটির অবস্থান জানিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধূমকেতু দেখানোর জন্য ক্যাম্প তৈরি করার। যে সমস্ত জায়গায় আমাদের বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি এই উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছে সেখানেই নভেম্বর থেকে জানুয়ারি '১৪-র রাতের আকাশ আমাদের সকলকে মিলিয়ে দিতে পেরেছে আর একবার, অবশ্যই প্রথম ও শেষবারের জন্য, আইসন ধূমকেতু দেখতে।

সূর্যকান্ত মিশ্রের জনসভা

—প্রথম পাতার পর

উঠেছিল তা সবারই জানা।

এদিনের সভায় রায়নার কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মসমর্পিত পাঁচুগোপাল গুহ ও শহিদ অনিল সাঁতরার সংগ্রামী অবদানকে স্মরণ করে সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার বলেন, এলাকায় দীর্ঘদিন পার্টি অফিস খুলতে দেয়নি তৃণমূল। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মুখোমুখি রায়নার মানুষ। মিটিং, মিছিল, পথসভা এমনকি স্মরণসভা করারও অনুমতি পাওয়া যায় না স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে। শাসকদলের হামলা, আক্রমণ, গ্রামে গ্রামে হুমকি সবই দেখছেন মানষ। উপযুক্ত সময়ই জবাব দেবেন তাঁরা।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি উদয় সরকার। উপস্থিত জনসমাবেশে সকলকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন গত আড়াই বছরে তৃণমূলিদের হাতে খুন হয়েছেন এলাকার সামসের আলম, পূর্ণিমা ঘোরুই। সাজানো মামলায় জেলে বন্দি অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন মুন্সি সফিউর রহমান। তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে শুধু বামপন্থী পরিবারগুলির কাছ থেকে তৃণমূলিরা আড়াই কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছে। সন্ত্রাস, মিথ্যা সাজানো মামলায় বহু মানুষ ঘরছাড়া হচ্ছেন প্রতিদিন। তবু ভয়কে জয় করে মানুষ আজ সভায় উপস্থিত হয়েছেন।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক, কৃষক নেতা আব্দার রেজ্জাক মোল্লা, আইনুল হক, মোজাম্মেল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

গত ২৭ জানুয়ারি মেমারিতে একইভাবে সূর্যকান্ত মিশ্রের জনসভায় বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে উথলে উঠেছিল মানুষের ঢল। সূর্যকান্ত মিশ্র সেদিনের সভায় বলেছিলেন সরকারের জনবিরোধী নীতি রোখা সম্ভব হবে একমাত্র বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হলে। তিনি বলেন, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কোনও হেল দোল নেই। তিনি মুরগির দাম নিয়ে ব্যস্ত। দেড়শ টাকা মুরগির কিলো বেঁধে দিলেন অথচ বাজারে তখন ১৩০ টাকা বিক্রি হয় মুরগি। চাল, ডাল, তেল, আটার দাম বৃদ্ধির জন্য তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। মা-বোনেদের উজ্জতের দাম নেই এ রাজ্যে— মুখ্যমন্ত্রী যদিও এসবের দরও বেঁধে দিয়েছেন। বীরভূমের ধর্ষণের ঘটনা এখন ফলাও করে ছাপা হচ্ছে বিদেশি কাগজগুলোতে। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। বামপন্থীদের শক্তি বাড়লে মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে দুষ্কৃতীরা ছিনিমিনি খেলার সাহস দেখাতে পারে না। তাই ব্রিগেডের সভায় যেমন যেতে হবে তেমনিই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করার শপথ নিতে হবে।

গত ২৯ জানুয়ারি খুন, সন্ত্রাস, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিকে অগ্রাহ্য করে এমনি লাল পতাকার হিল্লোল উঠেছিল কেতুগ্রামের কান্দরার সমাবেশে। হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর, বিশেষ করে ফাল্গুনী মুখার্জী খুন হওয়ার পর থেকেই সন্ত্রাসের রাজত্ব নেমে এসেছিল কেতুগ্রাম অঞ্চলে। বীরভূম সীমান্ত বরাবর কেতুগ্রাম-১ ব্লকের এলাকা জুড়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখেছেন মানুষ। লুঠ হয়েছে অসংখ্য গরিব মানুষের ঘর-বাড়ি। শহিদ হয়েছেন বাণেশ্বর, লক্ষ্মী, মালেক সেখ, আঙুর সেখ। নিশ্চিহ্ন করা হয় লাল পতাকা। পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়। তা সত্ত্বেও বিশাল বিশাল মিছিলে সংগঠিত হয় মানুষ হাজির হয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্রের জনসভায়। তিনি যখন বলেন— আজকের সমাবেশে আমার জন্য যারা আপনাদের নাম লিখেছে, আপনারা ঘুরে তাদের নাম লিখুন, বাঘ তাড়ানোর জন্য আগুন জ্বালাতে হয়, আপনারা এই পশুশক্তিকে তাড়ানোর জন্য আগুন জ্বালুন— সমাবেশে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন, আর পিছু হটব না, এবার লড়াই হবে সামনা সামনি।

মহম্মদ সেলিমের জনসভা

—প্রথম পাতার পর

পতাকা ফেস্টুন লাগিয়ে লাল ঝাণ্ডাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। ডাকবাংলো মোড়ে জমায়েত করে সভাস্থলে আগুয়ান মিছিলগুলিকে আটকানোর পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু সি পি আই(এম) কর্মীদের উজ্জীবিত মিছিল দেখে তারা পিছু হঠে যায়।

সি পি আই(এম) নেতা সুকান্ত কোঙার বলেন, প্রতিনিয়ত কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি হলেও এ রাজ্যে ফসলের দাম নেই। এদিকে সরকারের কোনো নজর নেই। এমনকি বামফ্রন্টের আমলে কৃষকরা যে সুযোগ-সুবিধা পেতেন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধানের সহায়ক মূল্যের সাথে বামফ্রন্ট সরকার ভর্তুকি দিতো। এখন তা বন্ধ করা হয়েছে। শস্যবিমার মাধ্যমে কৃষক যে ক্ষতিপূরণ পেতেন, তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই গত মরশুমে মন্তেশ্বরের কৃষকদের বোরো ধানের একশো শতাংশ ক্ষতি হলেও এক পয়সা ক্ষতিপূরণ পায়নি কেউ। বাম আমলে কৃষকদের বিদ্যুৎ বিল দিতে হতো বারো হাজার টাকা, এখন দিতে হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা। কৃষকদের জন্য এই সরকার কিছু করছে না। বলছে সরকারের টাকা নেই। অথচ উৎসবে কোটি কোটি টাকা টাকা অপচয় হচ্ছে।

প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি : প্রাইমারিতে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে বর্ধমান জেলাও পিছিয়ে নেই। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বা কর্মপ্রার্থী প্রাইমারিতে চাকরির সুযোগ না পেলেও জেলায় তৃণমূল নেতার স্ত্রী কিংবা আত্মীয়রা চাকরি পেয়েছেন। কালনার বিধায়ক তথা কালনা পুরসভায় চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু থেকে বর্ধমান জেলায় প্রাক্তন যুব তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ মণ্ডল। সকলেই সুবিধা ভোগ করেছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় কর্মপ্রার্থীদের। তৃণমূল নেতা সুভাষ মণ্ডলের স্ত্রী লাবলী মণ্ডল গুসকরা বেনিয়ারী পুকুর প্রাথমিক বিদ্যালকয়ে যোগ দিয়েছেন। লাবলী মণ্ডলের পি টি টি আই ট্রেনিং নেই। তাঁর মাধ্যমিক মোট নম্বর ৩৩০। তবু তিনি প্রাইমারিতে যোগ্যতামানে উত্তীর্ণ হয়ে কীভাবে চাকরি পেলেন তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের দলীয় অন্দরে। মুখ খুলতে না চাইলেও গুসকরা বা আউশগ্রামের স্থানীয় তৃণমূল নেতারা জানান এলাকায় অনেক মেধাবী বা ভালো ছেলে মেয়ে আছে, তারা চাকরির সুযোগ পেল না। অথচ সুভাষ মণ্ডলের স্ত্রী লাবলী মণ্ডল সুযোগ পেলেন। এই একই প্রশ্ন স্থানীয় অনেক কর্মপ্রার্থী বা প্রাইমারি সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার্থীদের।

টেট দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডি ওয়াই এফ আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৩০ জানুয়ারি : টেট পরীক্ষায় পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের বিরুদ্ধে ডি ওয়াই এফ আই-এর ডাকে আজ আসানসোল মহকুমার যুবরা পথে নামলো। এদিন বিকালে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনের সামনে যুব জমায়েতে মিনাক্ষী মুখার্জী, সংগঠনের জেলা সভাপতি দেবানন্দ প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়াসিমুল হক। বক্তারা সকলেই টেট পরীক্ষায় বেকার যুবকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজন-পোষণের দায়ে শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। এরপর যুবরা বি. এন. আর মোড়ে অল্প সময়ের জন্য প্রতীকী অবরোধ করেন।

অবসর নিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি : ২০০৬ সাল থেকে ১১ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর আজ অবসর নিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কনট্রোলার ডঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়। আজ ছিল কার্যকালের শেষ দিন। এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। কন্ট্রোলারের সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক মানিক চক্রবর্তীকে।

টেট-বিতর্কিত বিধায়কের বাড়িতে বোমা

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আড়াল করতে আঙুল তোলা হল সি পি আই(এম)-এর দিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ জানুয়ারি : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট দুর্নীতির সব থেকে অধিক বিতর্কিত কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর বাড়িতে ২৯ জানুয়ারি গভীর রাতে বোমা পড়লো। যাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ তো বটেই তৃণমূলের কর্মীরাই প্রকাশ্যে দলীয় ঝাণ্ডা হাতে মিছিল করেছে, পোস্টার-হ্যাণ্ডবিলে কালনা শহর ছয়লাপ করে দিয়েছে, সেই বিধায়কের দাদা ৩০ জানুয়ারি সকালে বোমা মারার দায় সি পি আই(এম) দুষ্কৃতীদের উপর চাপিয়ে কালনা থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সি পি আই(এম) নেতৃত্ব তো বটেই, সাধারণ মানুষও ক্ষোভ প্রকাশ করে ধিক্কার জানিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন টেট পাশ করেছেন। স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, তৃণমূল কর্মী সমর্থকরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তৃণমূল কর্মীরা প্রকাশ্যে পোস্টার সাটায়, হ্যাণ্ডবিল বিলি করে। এমনকি দলীয় ঝাণ্ডা নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল করে। কালনায় গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে মারপিট, একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা দেওয়া, সবই চলে। আবার উপর নেতৃত্বের চাপে থানায় বসে সারা রাত জেগে তা মিটমাটও হয়। শেষ মিটমাট ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় থানায় বসে হওয়ার পরই গভীর রাত্রে বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর বাড়িতে বোমা পড়ে। ৩০ জানুয়ারি সকালে সাংবাদিকরা বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছালে তাঁর বাড়ির লোকজন কালনা থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই ঘটনার সময় বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বাড়ি না থাকায় তাঁর দাদা পেশায় শিক্ষক অভিজিৎ কুণ্ডু ৩০ জানুয়ারি কালনা থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি অভিযোগপত্রে লেখেন — বোমা মেড়েছে সি পি আই(এণ) আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই। এই ঘটনা শোনার পর সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল কমিটির অন্যতম সদস্য স্বপন ব্যানার্জী বলেন, আমরা কোনো দুষ্কৃতীকে প্রশ্রয় দিই না। ওদের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের কারণেই ৩৪ বছরের শান্ত কালনা অশান্ত হয়ে উঠেছে। বোমা মারা ওদের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের ফসল। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছে তা কালনার সাধারণ মানুষ তো বটেই, তৃণমূল কর্মীরাও বিশ্বাস করবেন না।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৯১ সালের ২৭ জানুয়ারি, কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে; ২। ১৮৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি, জুতা না পরে চটি পায়ে থাকায়; ৩। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি; ৪। সেনাপ্রধান কারিয়াপ্পা, ১৯০০ সালের ২৮ জানুয়ারি; ৫। হীরালাল জে কানিয়া, ১৯৫০ সালের ২৮ জানুয়ারি; ৬। ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি, পট্টভি সীতারামাইয়া; ৭। উত্তর আমেরিকা, ১৮৪১ সালের ৩০ জানুয়ারি, সান সালভাডোর; ৮। হিন্দু মৌলবাদী নাথুরাম বিনায়ক গডসে, রিভলবারের গুলি করে, জাতীয় শহিদ দিবস; ৯। ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি; ১০। মধ্য দক্ষিণ প্যাসিফিস সাগরে, ১৯৬৮ সালের ৩১ জানুয়ারি, ইয়ারেন; ১১। ১৯৭৫ সালের ৩১ জানুয়ারি; ১২। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি রহমত সেখ, পিতা বোরহান সেখ, গ্রাম - সিংহপুর, পোঃ - বেলকাশ, জেলা - বর্ধমান। নোটারি বর্ধমানের নিকট ১৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার ব্যাঙ্কের পাশবই ও ভোটার কার্ডে রহমত সেখ নথিভুক্ত আছে। আমার এল. আই. সি (পলিসি নং - ৪৬৩৩৩৯৮৬২) বইতে ভুলবশত রহমত সেখ-এর পরিবর্তে সেখ লাল্টু নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি রহমত সেখ নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। রহমত সেখ ও সেখ লাল্টু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ভৈরবচন্দ্র দাসবৈরাগ্য ওরফে ভৈরব দাস বৈরাগ্য, পিতা প্রয়াত বৈদ্যনাথ দাস বৈরাগ্য, বাবুরবাগ, মসজিদতলা, শিবশঙ্কর রোড, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম ভৈরব চন্দ্র দাস বৈরাগ্য যা ভোটার কার্ডে ভুলবশত ভৈরব দাস বৈরাগ্য, ঠিকানা - মসজিদতলা, বর্ধমান নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেটিব বলে আমি সর্বত্র ভৈরবচন্দ্র দাস বৈরাগ্য নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। ভৈরবচন্দ্র দাস বৈরাগ্য এবং ভৈরব দাস বৈরাগ্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

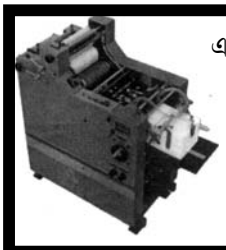

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা